তারিখ ... 23 MAR 200
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ১

যায়যায়দিন

মাধ্যমিক শিক্ষায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমছে

১২৩ জনের জন্য একজন গণিত শিক্ষক

এম মামুন হোসেন

বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার একাধিক কারণের মধ্যে রয়েছে চাকরির বাজার, সুযোগ-সুবিধার অভাব ও সামাজিক পরিস্থিতি।

চাকরির বাজারের ওপর খেয়াল রেখে বর্তমানে শিক্ষার্থীরা তাদের বিষয় পছন্দ করছে। এ কারণেই বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার কমছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, বিজ্ঞান হচ্ছে গবেষণামূলক বিষয়। বর্তমানে এ সেক্টরে গবেষণা হচ্ছে না। অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধাও কম। বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাবরেটরি নেই। শিক্ষকরাও গবেষণামূলক কাজে মনযোগী হন না। বিজ্ঞান শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার পেছনে এগুলো অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকের সংখ্যা ৯ হাজার ৬৩ জন এবং গণিত বিষয়ে শিক্ষক আছেন ১৬ হাজার ১৩৪ জন। মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ও বিজ্ঞান বিভাগে গণিত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকায় গণিতের শিক্ষকদের বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে ধরা হয় না। ব্যানবেইসের তথ্য অনুয়ায়ী ৩১৭টি সরকারি স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মাত্র ২৩৮ জন ও গণিত শিক্ষক ৫১৭ জন এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১৫ হাজার ১৩২টি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৩২ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন বিভাগে ৮ লাখ ১ হাজার ৭০৯ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করে সাড়ে ১২ লাখ শিক্ষার্থী। এ হিসাবে মাধ্যমিক স্তরের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০ লাখেরও বেশি। আর এজন্য গণিতের শিক্ষক আছেন ১৬ হাজার ১৩৪ জন। গড়ে ১২৩ জনের জন্য একজন গণিত শিক্ষক। আর এ গণিত শিক্ষকদের শুধু নবম-দশম শ্রেণী নয়, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গণিতের ক্লাসও নিতে হয়। নবম-দশম বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যার বিপরীতে বিজ্ঞান শিক্ষক ৯ হাজার ৬৩ জন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হয় শিক্ষকপ্রতি শিক্ষার্থী ৪৫ জন।

দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে এসএসসিতে প্রতি বছরই শিক্ষার্থীরা ব্যাপক হারে গণিতে পাস করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও স্কুলে ল্যাব সুবিধার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এ কারণে ক্রমেই বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনার আগ্রহ কমছে, বিশেষ করে মফস্বলে বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হচ্ছে বলে জানালেন ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুলের একজন শিক্ষক।

গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ সীমিত। বিজ্ঞান শিক্ষায় গণিত ও ছবি আঁকা জরুরি। সামাজিকভাবে ধারণা করা হয়, মেয়েরা গণিত বোঝে না, ছবি আঁকতেও পারদর্শী হয় না। তাছাড়া স্কুলে বিজ্ঞান শাখা না থাকা এবং বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব থাকার কারণে বিজ্ঞান নিতে হলে মেয়েদের দূরের স্কুলে যেতে হয়। দূরের স্কুলে যাতায়াত করা যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি মেয়েদের জন্য নিরাপত্তাজনিত সমস্যাও প্রকট হয়ে বাধা দেয়। অভিভাবকরা তাই মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে উৎসাহী হন না।

এডুকেশন ওয়াচ ২০০৫-এর রিপোর্টে মাধ্যমিকে একজন শিক্ষককে সপ্তাহে গড়ে ২৫.৯টি ক্লাস নিতে হয়। ৫০ শতাংশ সরকারি ও ৩০ শতাংশ বেসরকারি স্কুলে বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি রয়েছে। অবশ্য এসব ল্যাবরেটরির মানে ভিন্নতা রয়েছে। ৮৭ শতাংশ মাদ্রাসায় কোনো ধরনের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি নেই। মাত্র ১৫ শতাংশ স্কুলে মোটামুটি মানসম্পন্ন লাইব্রেরি রয়েছে।